যুগান্তর

তারিখ 17 FEB 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

পে-স্কেল-এমপিও দাবি

ক্লাস বর্জন-ধর্মঘটের তৃতীয় দিন অতিবাহিত

যুগান্তর রিপোর্ট

জাতীয় পে-স্কেলে বেতন-ভাতার দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের লাগাতার অবস্থান ধর্মঘট অব্যাহত রয়েছে। এদিকে এমপিওর দাবিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট পদে চাকরিরত শিক্ষকরা ক্লাস বর্জন কর্মসূচি পালন করছেন। রোববার থেকে উভয় অংশ পৃথকভাবে এই কর্মসূচি পালন করছে।

ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি। এ সংগঠনের মহাসচিব কাজী মো. মোখলেছুর রহমান মঙ্গলবার যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষকরা রাত-দিন প্রেস ক্লাবের সামনেই অবস্থান করছেন। রোদ ও শীতের কারণে মোসাম্মাৎ নাসরিন নামের একজন শিক্ষিকা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাকে মঙ্গলবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নাসরিন ঝিনাইদহের শৈলকুপার বড়বাড়ি বগুড়া স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষিকা। তিনি আরও জানান, গত বৃহস্পতিবার থেকে তারা আন্দোলনে আছেন। কিন্তু দাবি পূরণের ব্যাপারে তারা সরকার থেকে কোনো সাড়া পাননি। তারা স্বউদ্যোগে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন। এই শিক্ষক নেতা জানান, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে। আন্দোলনরত শিক্ষকরা জানান, সারা দেশে ৬ সহস্রাধিক মাদ্রাসা আছে। এরমধ্যে দেশের ৫ হাজার ৩২৯টি ইবতেদায়ি মাদ্রাসার সাড়ে ২৬ হাজার শিক্ষক ২৯ বছর ধরে সরকারি বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না। বাকি ১ হাজার ৫১৯টি একই ধরনের মাদ্রাসা অবশ্য ভাতা হিসেবে ২ বছর ধরে ১০০০ টাকা করে পাচ্ছেন। এর আগে পেতেন ৫০০ টাকা করে।

ক্লাস বর্জন : এদিকে এমপিওর দাবিতে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট পদে নিয়োগপ্রাপ্ত নন-এমপিও শিক্ষক ঐক্য পরিষদ। এই সংগঠনের সভাপতি প্রদীপ চন্দ্র রায় যুগান্তরকে বলেন, তাদের সমিতির প্রায় ১৫ হাজার সদস্য দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। তারা কোথাও ক্লাস নিচ্ছেন না।